মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩৪ | বর্ষঃ তৃতীয় | অক্টোবর ২০০৭

ঢাকায় ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৯ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি টিম কর্তৃক গত ২৯ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ঢাকার মতিঝিল ১৯ নং শান্তিবাগ আজিজুর রহমানের চতুর্থ তলার বাড়ির নিচ তলায় অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ শাহজাহান হোসেন ওরফে ডাব্বু (২৫) ও মোহাম্মদ ইয়াছিন (২৭) এর নিকট থেকে ২০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও তিনটি ইডিগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার এবং তাদের উভয়কে গ্রেফতার করা হয়। একই তারিখে তারা উত্তরা থেকে ইয়াবাসহ এক শিল্পপতির ছেলে রনি (২৫) কে গ্রেফতার করা হয়। অধিদপ্তরের মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা ক্রেতা সেজে মাসকট প্লাজার সামনে থেকে রনিকে গ্রেফতার করে। সে উত্তরা এলাকার ইয়াবা বিক্রয়ের সোল এজেন্ট বলে জানা যায়।

গত ২৫ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের আরেকটি টিম রমনা থানাধীন সোনালীবাগ মগবাজারস্থ ৪৯/১ এ হোল্ডিংয়ের দ্বিতল বিল্ডিংয়ের নীচ তলা থেকে ২৮০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৮০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের অন্য একটি বিশেষ দল গত ২৩ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় অভিযান চালিয়ে টিভি মডেল, কৌতুক অভিনেতা আবু সাহেদ ও তার দুই সহযোগীকে ৫০ টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করেছে। দুই সহযোগী হলো-কামরুজ্জামান ওরফে কামাল (২৮) ও ইসমাইল হোসেন (৩০)। তাদের কাছ থেকে ৪ টি মোবাইল ফোন, ইয়াবা বিক্রির ৫ হাজার ৭২২ টাকা ও জি টেল টেকনোলজির ২ টি ও মিতসুবিশি বাংলাদেশ'র একটি পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রমনা থানার সিদ্ধেশ্বরী এলাকার ১২৮/১, নং নিউ সার্কুলার রোড থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ইয়াবাসহ গ্রেফতারকৃত সাহেদ, কামাল ও ইসমাইল

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে মোট ৪১১ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। সেপ্টেম্বর/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৭ সাল	
		সেপ্টেঃ	জানুঃ-সেপ্টেঃ
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	-	১০৩ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক	৪ টি	২৬ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৩৬৫ টি	৩৭২৬ টি
৪।	প্রামাণ্য চিত্র/ভিসিডি প্রদর্শন	-	৪ টি
৫।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	২৮ টি	৪৮২ টি
৬।	পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী-	-	৭৫ টি
৭।	সেমিনার/ওয়ার্কশপ-	১৪ টি	৫২ টি
৮।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	-	২ টি
৯।	অন্যান্য কর্মসূচী-	-	১৯ টি

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪৫২ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে আন্তঃবিভাগে ১৯৭ জন এবং বহিঃর্বিভাগে ২৫৫ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৭২	১৩১	২০৩	৮৯	১১৪
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১২	১১	২৩	২৩	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৩	৪	৭	৪	৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৭৩	৯৭	১৭০	৪৯	১২১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৩৭	১২	৪৯	১২	৩৭
মোট	১৯৭	২৫৫	৪৫২	১৭৭	২৭৫

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তিঃচিকিৎসায় মুক্তি

মাদকাসক্তি এক ধরনের অসুস্থতা। এ অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে এবং তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ধ্বংস করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যে একজন অসুস্থ ব্যক্তি সামাজিকভাবে এখনো তা সর্বস্তরে স্বীকৃত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ব্যক্তিগণও আসক্ত ব্যক্তির সাথে রোগীর ন্যায় আচরণ করেন না। এমনিভাবে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে মাদকাসক্ত রোগীরা নানাভাবে অবহেলিত, নিগৃহীত কিংবা বিতারিত হচ্ছে। অথচ মাদকাসক্তি কোন অভিশাপ বা ভাগ্যের ব্যাপার নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক সমস্যা থেকে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনায় শখের বশে অথবা উৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে এক সময় নেশার জগতে প্রবেশ করেছে, অতঃপর সচেতনতার অভাবে ধীরে ধীরে মাদকসক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে আমদের দেশে মাদকাসক্তি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা নয়, ব্যাপকতা লাভের কারনে এটা সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মেডিকেল রিপোর্টে মাদকাসক্তিকে চিকিৎসাযোগ্য রোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয় সভা

গত ৩০ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক বিভাগীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব এম. এ সোবহান, পরিচালকবৃন্দ ছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সাড়াদেশের মাদক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে ইয়াবার অপব্যবহার প্রতিরোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে মহাপরিচালক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যার কথা বিশেষ করে যানবাহন সংক্রান্ত সমস্যাবলী তুলে ধরেন। মহাপরিচালক এসমস্ত সমস্যার সমাধানের বিষয়ে উদ্যোগও প্রচেষ্টা গ্রহণ করার বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। মহাপরিচালক সকলকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে মাদকের অপব্যবহার রোধের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক সেপ্টেম্বর/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১০১	৯৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫৬	৭১
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৯	৪৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮	২১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১০	১৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৬	৬
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৩৫
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১১	৯
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৮	৩৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৫	২১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১৯	২০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৪	১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	৮
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	৪
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৬	৩৭
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩২	৪৪
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১২	১২
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	৭
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৩
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৬	৮২
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৭	১৮
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	২২
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৩	৪০
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২০	২৮
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	১৮
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২
	সর্বমোটঃ	৬৩১	৭১৪

সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৩১ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭১৪ জন। আগস্ট/০৭ মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৬ টি এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ১৯ জন।

অধিদপ্তরের আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের সেপ্টেম্বর/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০১	১২৬	০.৭৩১ কেজি
গাঁজা	২৩০	২৫১	১৭১.০১৫ কেজি
গাঁজা গাছ	৭	১	৫৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৩	১৩৯	১৮৫৮.২৫ লিটার
দেশী মদ	২	৪	৭.২৫ লিটার
বিদেশী মদ	৭	৩	২৩৫ বোতল
বিয়ার	১	১	২১৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৪	৩	৪.৭ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১	১	৬৫ লিটার
ফেন্সিডিল	১০০	১৩৪	৩৫১৬ বোতল
তাড়ী (টোডি)	৪	৪	১৩২ লিটার
পেথিডিন	১	৩	৯ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	২১	২৩	৩৭৪ এ্যাম্পুল
কোডিন ট্যাবলেট	-	-	৮০০ টি
জাওয়া	৫	৬	১০৮০০ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	৩	১১৮ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	৩	৬	২২০ টি
নগদ অর্থ			৫৯১৮০ টাকা
প্রাইভেট কার			১ টি
সি এন জি			১ টি
মোবাইল সেট			১৬ টি
কভার্ড ভ্যান			১ টি
মোট	৬৩১	৭১৪	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ হতে সেপ্টেম্বর/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৩৫৯.১৯৬ মেঃ টন	২০৫.৯৯১ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	২৫৩.১২ মেঃ টন	১৫৯.৫২ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৭৬.০৬৫ মেঃ টন	৪৯.৬৬৫ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	১৮.৫০ মেঃ টন	-

আইন-আদালত

সেপ্টেম্বর/০৭ মাসে মোট ২৪৮ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে ১৩৭ টি মামলার সাজা হয়েছে এবং ১০৯ টি মামলা খালাস পেয়েছে। অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৪৯ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১২৪ জন। সেপ্টেম্বর/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৫৭৫৭টি। উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	সেপ্টেম্বর/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৯	৪৬৮১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬	১০	৩৪০৬
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৪	৪	২৩৭৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১২	১২	৬০৩
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	২	৫৭৮
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৬	৬	৪৬৬
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৪	১৪	২৯২৬
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৯৪৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৬০৬
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৮৬৬
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৫৯
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৭১
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৩
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৬৫
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৫০০
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	-	-	২৪১১
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৮	১০	৯০২
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৫	৫	১২১৩
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৯	৯	৬৪৫
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১১০
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৪	২৫৯
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৮৬
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৩	৩	৩৮৯৮
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৫	৬	১৪৯৫
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৭	৭	১৩২৯
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	১২	১২	১৯৪৯
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৫	৫	১৪০২
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩০১
	সর্বমোটঃ	১৩৭	১৪৯	৩৫৭৫৭

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাথে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	সেপ্টেম্বর/০৬	সেপ্টেম্বর/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৩৪,৯৮,৬৭৬	৫২,২৯,৮৬৩
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৮,০৭,৫৭১	৫০,৬১,৩৬২
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৬১,৪৮,৪০০	১,৫৪,৭০,৮২২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৯,০৬,০১৯	৪০,৯৭,৮৭৬
	মোট	২,৯৩,৬০,৬৬৬	২,৯৮,৫৯,৯২৩

১০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতারকৃত রাবেয়া বেগম ও মোছাঃ আমেনা

মোহাম্মদপুরে ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে ১০ কেজি গাঁজাসহ দুই মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। ঘটনার সময় অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা মোহাম্মদপুর থানাধীন ২১/২২, বিজলী মহল্লা, ব্লক-এফ, ওয়ার্ড নং-৪২ থেকে ১০ কেজি গাঁজাসহ রাবেয়া বেগম ও মোছাঃ আমেনা কে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১ টি মোবাইল সেটও উদ্ধার করে।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বগুড়া উপ-অঞ্চলের সহকারী প্রসিকিউটর জনাব মোঃ রহুল আমিন পাঠান ১৯ আগস্ট ২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) এ গমন করবেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ রুহুল আমিন পাঠান ১৯ আগস্ট ২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। সেপ্টেম্বর/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৬২	৬৬১	১	৬৬২	-
পুলিশ	৭২৯	৭২৭	১	৭২৮	১
বিডিআর	৫	৫	-	৫	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৩৯৬	১৩৯৩	২	১৩৯৫	১

অফিস স্থানান্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়

পূর্বের ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা
১, সেগুন বাগিচা ৪ র্থ তলা ঢাকা-১০০০	ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন লেভেল-৮ ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড (ইস্কাটন গার্ডেন) রমনা, ঢাকা

মাদক অপরাধ দমন কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স গঠন

ইয়াবাসহ অন্যান্য অবৈধ মাদকদ্রব্যের অপরাধ দমন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পরিচালক (অপারেশনস) কে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদক অপরাধ কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে টাস্কফোর্স সাড়াদেশব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধের বিষয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। টাস্কফোর্সের অধীনে ইয়াবাসহ অন্যান্য অবৈধ মাদকদ্রব্যের অপরাধ দমন কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে মাধকবিরোধী গোয়েন্দা কার্যক্রমকে জোড়দার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহে ৩ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ উপ–অঞ্চলের সদস্যরা গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ময়মনসিংহ শহরের গিরিশ চক্রবর্তী রোড থেকে নেশা জাতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন ৮ টি, এবিল ইনজেকশন ৮ টি সহ ইজিয়াম ইনজেকশন ৮ টি মোট ২৪ এ্যাম্পুল মাদক ব্যবসায়ী চন্দন কুমার কর (৩২) কে গ্রেফতার করে। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী পাইকারী মাদক ব্যবসায়ী মদনবাবু রোডের চৌধুরী ফার্মেসীর মালিক জাবেদ সারোওয়ার বাবু ওরফে চৌধুরী বাবু (২৯) কে বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন ১৮৭ এ্যাম্পুল ও কোডিটল ট্যাবলেট ৮শ টি ও মাদকদ্রব্য বেচাকেনার হিসাবের ডকুমেন্টসহ হাতে নাতে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তারা ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ময়মনসিংহের ফেন্সী সম্রাট নামে খ্যাত সিরাজুল ইসলাম (পিতা-তোতা মিয়া) কে ৫৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।